মূলপদ্যে অর্থাৎ "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ" ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে—ভগবচ্চরণে ভক্তিমান্ শ্বপচ নিজ কুলকেও পবিত্র করে। অতএব নিজেকেও পবিত্র করিতে পারে, তাহা স্বতঃই প্রমাণিত হইতেছে। ২।৪।১৮ শ্লোকেও শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন যে—কিরাত, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খস প্রভৃতি অতি নীচ পাপজাতীয় জনসকল এবং অন্য যে সকল লোক পাপকর্ম্মের আচরণ করিতে করিতে নিজেরা সাক্ষাৎ পাপের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহারাও যে শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত ভক্তজনের আশ্রয়লাভ করিয়া অন্তরে ও বাহিরে উভয়তঃই পবিত্রতা লাভ করে, সেই পরম প্রভাব-সম্পন্ন শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছি॥ ৭।৯॥ শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন॥ ১০০॥

অতএবাহুঃ—

ধিগ্ জন্ম ন স্ত্রিবৃদ্যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥ ১০১॥

টীকা চ—ত্রিবৃৎ শৌক্র্যং সাবিত্র্যং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যম্। ক্রিয়াঃ কর্ম্মাণি দাক্ষ্যঞ্চেত্যাদিকা। তথোক্তম্—কিং জন্মভিস্ত্রিভি-রিত্যাদি॥ ১০।২৩॥ যাজ্ঞিক বিপ্রাঃ॥ ১০১॥

অতঃপর ভগবদ্ভক্তিবহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ যে অতিশয় নিন্দনীয়, সেই কথাটি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ নিজমুখেই ১০।২৩।৩৯ শ্লোকে আত্মধিক্কার করিতে করিতে বলিতেছেন—যেহেতু আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিবিহীন, সুতরাং আমাদের শৌক্র্য, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য—এই তিন প্রকার জন্মে ধিক্। আমরা এতদিন পর্য্যন্ত যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া আসিতেছি, সেই ব্রতকে ধিক্। আমরা আমাদিগকে বহুদর্শী বলিয়া অভিমান করিতাম, আমাদের সেই বহুজ্ঞতাকে ধিক্। আমরা যে সর্ব্ব বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রশংসা করিতাম, সেই আমাদের কুলকে ধিক্। এবং আমরা এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি এবং সেইসকল কর্ম্মে যে নিপুণতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছি, আমাদের সেইসকল কর্ম্মে ও নিপুণতায় শত ধিক্কার দিতেছি। কারণ, ভগবচ্চরণে বহির্ম্মুখ মানবগণের নিখিল ব্রত-তপস্যাদি কার্য্য কেবল ঘোরতর আত্মা-ভিমানেই পর্য্যবসিত বলিয়া কোনদিনই নিজ নিজ ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না॥ ১০১॥

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকা যথা—ত্রিবৃৎ বলিতে শৌক্র্য জন্ম অর্থাৎ বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে উৎপত্তি, সাবিত্র্য জন্ম—অর্থাৎ গায়ত্রী